তারিখ 23 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 5

এসএসসি কেন্দ্র থেকে তিন শতাধিক বহিষ্কৃত

নকল নিয়ে ফের সংঘর্ষঃ গুলিতে একজন নিহত

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

গতকাল এসএসসি অংক পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ভালুকা কেন্দ্রে মারমুখো একদল লোককে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ গুলি চালালে একজন নিহত হয়। চট্টগ্রামে পরীক্ষা শেষে একটি স্কুলে কতিপয় যুবক আগুন ধরিয়ে দিলে স্কুলটি এবং এর পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদ ও অন্য একটি প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দৈনিক বাংলার সংবাদদাতাগণ জানিয়েছেনঃ বিভিন্ন কেন্দ্রে অংক পরীক্ষায় অবাধে টোকাটুকি চলেছে। এতে বাধা দিতে গেলে পুলিশ ও নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ কয়েক স্থানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে লাঠিচার্জ করে, টিয়ারগ্যাস ছোড়ে ও গুলি চালায়। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত হয়েছে শতাধিক ব্যক্তি। নকলের অভিযোগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীর বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। নকল সরবরাহে সহযোগিতা করার জন্যে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

১। সরল কর।—

$$\frac{\frac{৩}{১১}\left(\frac{২}{১৯}\text{ এর } ২\frac{৫}{৭}+\frac{১}{৩}\text{ এর } ১\frac{২}{৭}\right)}{\frac{২}{১৩}\text{ এর }\left(১\frac{৫}{৮}\times ১\frac{১}{৭}-\frac{১}{১১}\right)}\div\frac{\frac{১}{৩}}{\frac{২}{৯}\text{ এর } ৩-\frac{১}{১৭}\text{ এর } ৫\frac{২}{৩}}$$

অথবা,

ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে

১। সরল কর।—

$$\frac{\frac{৩}{১১}\left(\frac{২}{১৯}\text{ এর } ২\frac{৫}{৭}+\frac{১}{৩}\text{ এর } ১\frac{২}{৭}\right)}{\frac{২}{১৩}\text{ এর } ১\frac{৫}{৮}\times ১\frac{১}{৭}-\frac{১}{১১}}\div\frac{\frac{১}{৩}}{\frac{২}{৯}\text{ এর } ৩-\frac{১}{১৭}\text{ এর } ৫\frac{২}{৩}}$$

অথবা,

ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে

এসএসসি অংক প্রশ্নে বিভ্রান্তি। একটি প্রশ্নে 'ব্রাকেট' রয়েছে (ওপরে), অন্যটিতে 'ব্রাকেট' নেই

অংক প্রশ্নে বিভ্রান্তিঃ পরীক্ষার্থী হয়রান

(স্টাফ রিপোর্টার)

এসএসসি পরীক্ষায় গতকাল অংকের দু'ধরনের প্রশ্নপত্র বিলি করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রে এই প্রশ্নপত্র নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন দেখা দেয়—কোন প্রশ্নপত্রটি ঠিক?

প্রশ্নপত্রে এই বিভ্রান্তির জন্য দেয় সরল অংকটি। এটি প্রশ্নের প্রথম অংক।

এক ধরনের প্রশ্নে রয়েছে, সরল অংকটির প্রথম অংশের হর'এ এর চিহ্নের পরে প্রথম বন্ধনীর চিহ্ন।

আরেক ধরনের প্রশ্নপত্রে হর এ এর চিহ্নের পরে প্রথম বন্ধনীর কোন চিহ্ন নেই।

যে প্রশ্নে প্রথম বন্ধনীর চিহ্ন

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার্থী হয়রান

(প্রথম পৃঃ পর)

রয়েছে সেটি কষলে ফল দাঁড়ায় একটি বিদঘুটে সংখ্যা ১৯৫/২৭২ এর ফলে পরীক্ষার্থীদের হয়রান হতে হয়। অন্যদিকে, যে প্রশ্নে প্রথম বন্ধনী চিহ্ন নেই সে অংকটির ফল হয় ১।

প্রসঙ্গত, দু ধরনের প্রশ্নপত্রেই কোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ক সেট, বুড়িগঙ্গা, ৯/১৯৮৮।

ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক মহল এই দু ধরনের প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা জানতে চাইছেন, এমন মারাত্মক ভুল কিভাবে হলো আর কোন অংকটি সঠিক ধরা হবে? প্রশ্নপত্রে এ ধরনের ভৌতিক কান্ড সম্পর্কে তারা তদন্তেরও দাবী জানিয়েছেন।

তারিখ 23 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... ... 1 কলাম 5

একজন নিহত

(প্রথম পৃঃ পর)

বহিষ্কৃত হয়েছেন কয়েকজন শিক্ষকও।

ভালুকা কেন্দ্রের ঘটনা সম্পর্কে রাতে ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নকল সরবরাহকারীদের তৎপরতা শুরু হয়। নকল সরবরাহকারী ভালুকা পাইলট হাইস্কুল এবং ভালুকা সরকারী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় জনতা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। কয়েকটি বোমাও পুলিশ ও আনসারের উদ্দেশে ছোড়া হয়। ইটপাটকেলের আঘাতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অর্ধশতাধিক পুলিশ ও আনসার আহত হন। এসপি আরও জানানঃ এক পর্যায়ে দশ থেকে বার হাজার মানুষ পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে সমবেত হয়। জনতা মারমুখো হয়ে উঠলে পুলিশ গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। এতে মজিবুর রহমান (১৯) নামে একজন বহিরাগত নিহত হয়। গুলিতে আহত হয়েছে আরও কয়েক ব্যক্তি। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভালুকা কেন্দ্রে ৪০ রাউন্ড গুলি ব্যবহার করে। তবে এ কেন্দ্রে পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানানঃ পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়াকড়ি করার প্রতিবাদে একদল যুবক গতকাল পরীক্ষা শেষে শহরের এসইএম হাইস্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে স্কুলের টিনশেড-এর অংশ পুরো ভস্মীভূত হয়। আগুন ছড়িয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও শাহী জামে মসজিদের দক্ষিণাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে বেলা দেড়টায় স্কুল প্রাঙ্গণে ককটেল বিস্ফোরিত হয়।

মানিকগঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার জানান, এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে মানিকগঞ্জ কেন্দ্রে ৭ জন, সিঙ্গাইর কেন্দ্রে ৫ জন, আলুম (কালামপুর) ৩ জন ও সাভার কেন্দ্রের ৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সংবাদদাতা আরো জানান, দৌলতপুরে, সাটুরিয়া, ঘিওর ও হরিরামপুর কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের চেয়ে নকল সরবরাহকারীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী।

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানানঃ ঘাটাইল কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ এবং পরে সাত রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরীক্ষা চলাকালে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে পাঁচজন শিক্ষকসহ ৭৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একটি ভ্রাম্যমাণ টীম বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে এদের বহিষ্কার করে। বিভিন্ন স্থানে নকল সরবরাহকারীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ৭০ ব্যক্তি আহত হয়।

গাজীপুর সংবাদদাতা জানান শ্রীপুর কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের আক্রমণ রোধ করার জন্যে পুলিশ নয় রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালায়। এতে কেউ হতাহত হয়নি। কালীগঞ্জ কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের হামলায় তিনজন পুলিশ আহত হয়। কালিয়াকৈরসহ কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যাপক নকল চলেছে।

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা জানানঃ মুড়াপাড়া কেন্দ্রে নকল সরবরাহে বাধা পেয়ে বহিরাগতরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে একজন পুলিশ অফিসারসহ কয়েকজন আহত হন। সোনারগাঁও কেন্দ্র থেকে ১৭ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকল সরবরাহ করার অভিযোগে বন্দর পুলিশ চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, রাজবাড়ি, নরসিংদী কাপাসিয়া মুন্সীগঞ্জ, হাতিরদিয়া, রায়পুরাসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে দেড় শতাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লা সংবাদদাতা জানানঃ বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৯৮ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। পুলিশ নকল সরবরাহ করার জন্য ৬ ব্যক্তিকে গেফতার করেছে।

যশোর থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানানঃ নকল করার অভিযোগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৪৭ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকল সরবরাহকারীরা শহরের সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও এমএসপি বিদ্যালয় কেন্দ্রে বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৪৫ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হওয়ার খবর জানিয়েছেন দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি। বিরল কেন্দ্রে তিনজন শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন।